চিত্র-ভারতীর নিবেদন

নিবেদিতা

চিত্রভারতী

★ কর্ম্মি-সঙ্ঘ ★

নিবেদিতা

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত কাহিনীর ছায়া-অবলম্বনে বাণীচিত্রে রূপায়িত।

প্রযোজনা, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা ঃঃ প্রতিভা শাসমল

আলোক-চিত্রণে	... ...	সুধীর বসু
শব্দানুলেখনে	... ...	পরিতোষ বসু
সঙ্গীত-পরিচালনায়	... ...	দক্ষিণামোহন ঠাকুর
গীত-রচনায়	... ...	সৌম্যেন সান্যাল
সম্পাদনায়	... ...	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিস্ফুটনে	... ...	শৈলেন ঘোষাল
হিন্দি-গীত রচনায়	... ...	জাকির হোসেন
আলোক নিয়ন্ত্রণে	... ...	হেমন্ত বসু
শিল্প-নিদেশনায়	... ...	গোপী সেন
রূপ-সজ্জায়	... ...	অভয়পদ দে
ব্যবস্থাপনায়	... ...	রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধান কর্ম্ম-সচীব—অমলকৃষ্ণ দাস

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে ঃ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিনখানি গান ঃ
"আমার জীবন পাত্র" ; "এ পথে আমি যে" ; "হে মাধবী"

সহকারীগণ

পরিচালনায়—সৌম্যেন সান্যাল, শিবেন পাল চৌধুরী
চিত্র-শিল্পে—শ্যাম মুখার্জ্জি, সুশান্ত মৈত্র ও বিভূতি। শব্দানুলেখনে ঃ সত্য ব্যানার্জ্জি, শান্তি মজুমদার, অজিত দাস। পরিস্ফুটনে ঃ গোপাল, শৈলেন, নিরঞ্জন, ভোলা, সুরেশ, বৈদ্যনাথ, ধীরেন ও কৃষ্ণধন। আলোক-নিয়ন্ত্রণে ঃ সমীর, প্রভাস, বিমল। রূপ-সজ্জায় ঃ মুন্সী। ব্যবস্থাপনায় ঃ পার্ব্বতী, নারায়ণ।

কালী ফিল্মস ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

সারাংশ

ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই আমাদের জীবন।

কোনও এক অদৃশ্য শক্তি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিয়ে চলেছেন। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমরা চলেছি। এই জীবন থেকেই বিশেষ ঘটনা সংগ্রহ ক'রে, তাতে নানা রং ফলিয়ে শিল্পী তার শিল্প রচনা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই অতি তুচ্ছ বিষয়কে আমাদের কল্পনার অতীত ক'রে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁদের চিন্তার ভেতর দিয়ে আমরা দেখি সামান্য একটি জীবনের মধ্যেও সুন্দর, দর্শণীয় ও শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে।

এমনি একটি জীবনকে এই আলোক-চিত্রে রূপ দেওয়া হয়েছে। তার শৈশব কেটেছে বৈচিত্রহীন বাঙলার ক্ষুদ্র পল্লীতে, পিতার স্নেহে, মাতার শাসনে। অতি সাধারণ হয়েও, দয়া, ভক্তি, দৃঢ়তা ও ন্যায়-পরায়ণতায় সে অসাধারণ! সকলের মধ্যে থেকেও সে যেন সম্পূর্ণ পৃথক। এই অসাধারণত্বই তার শান্তিপূর্ণ পল্লীজীবন বন্ধ ক'রে নিয়ে চল্‌লো কাশীতে, তবু শান্তি ফিরে এলো না। সমাজ তার দৃঢ়তা ও

ন্যায়পরায়ণতাকে ঔদ্ধত্য বলে রায় দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তির ব্যবস্থা হোল সুরু। অপূর্ব্ব ব্যবস্থা, ছলনা করে বিবাহের প্রস্তাব। সেই জাল প্রস্তাব নিরীহ পরিবার মেনে নিলো। বিবাহের রাত্রে প্রকাশ হলো যে আসলে বিপত্নীক সমাজপতিই আজকের বর। বিদেশে এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়, নিরুপায় পিতা, এক অপরিচিত যুবকের হাতে সঁপে দিলেন তাঁর আদরের কন্যাকে। যুবক কিন্তু এক কঠিন সর্ত্তে বিবাহ করলেন—বিবাহর পর তাদের সঙ্গে যুবকের আর কোনও সম্বন্ধ থাকবেনা—

তার পর? দুটি জীবনের মাঝে সুরু হল যে ব্যবধান, যে হাহাকার—কেমন তার পরিণাম, কোন পথে তার পরিসমাপ্তি?

গান

—এক—

মধু লগম এলো না তো হায় গো
তব অকুল পানে মোর বাথার তরী
নয়ন জলে বয়ে যায় গো।
মোর ফুলের পূজা আর মালার বাঁধন
তুমি চাহ না তো হে মনোহরণ
তাই নয়ন-জলে মোর ফোটে কমল
সে যে তোমার চরণ দুটি চায় গো।
মোর সকল কথা আজ তোমার পানে
উধাও হয়ে ধায় আকুল টানে
যেন ভ্রমর সে যে হয় মধু-মাতাল
ঐ দুটি আঁখির সুষমায় গো।

—সৌম্যেন সান্যাল

—দুই—

এমনি ক'রে তুমি অমার মন
পাগল কর পাগল কর।
বাথার এ গান থামিয়ে তুমি
বাঁশী ধরো॥
আঘাত খেরা পথ চলেছি দিনে রাতে
কখন তোমার বাঁশী বাজলো আমার
চলার সাথে।
কেন মিলন সুধায় আবার আমার
হৃদয় ভরো।
আপনি মোরে ডাক দিয়েছ পথের পরে
আপন হাতে ভেঙ্গেছ ঘর এমন ঝরে
জানিনে মোর সে ঘর কেন আবার গড়ো।

—সৌম্যেন সান্যাল

—তিন—

আয়ে হাঁয় প্রেম নগরমে প্যারে
পরদেশী তেরে দোয়ারে।
আশা মনকি পুরী হোগী
ফিরেঙ্গে ভাগ তেহারে।
জীবন সাথী আন মিলেগা
নিকলেগী মাঝ ধারসে নইয়া
সুখ সাগরকী মৌজে হঙ্গী
বহেঙ্গে নির্ম্মল ধারে।
কেইসী হায় ইয়ে আশ নিরাশা
কিউ হায় মনমে তোলা মাজা
কাহে সজনী নীর বহায়ে
কাহে হিম্মৎ হারে। —মুন্সী জাকির হুসেন

—চার—

এ পথে আমি যে গেছি বার বার
ভুলিনিতো একদিনো
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার
উঠিল বনের তৃণ।
তবু মনে মনে জানি নাই ভয়
অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়
চিনিব তোমায় আসিবে সময়

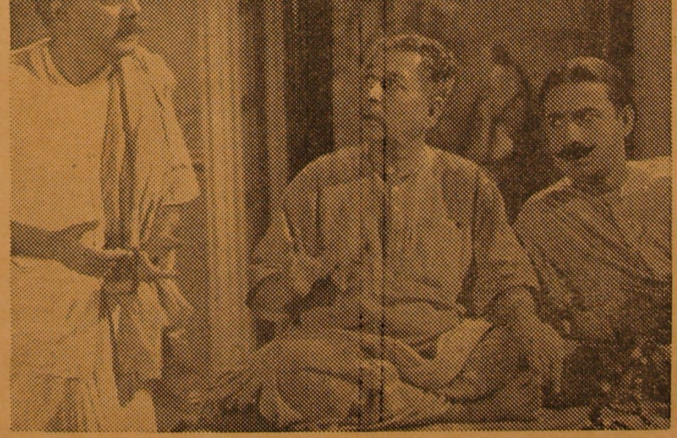

তুমি যে আমায় চিনেচ।
একেলা যেতাম
যে প্রদীপ হাতে
নিবেছে তাহার শিখা
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে
ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল
জানি জানি তারা ভেঙ্গে দেবে ভুল
গন্ধে তাদের গোপন মুহুল
সঙ্কেত আছে লীন।

—রবীন্দ্রনাথ

—পাঁচ—

ওগো মরণের যাত্রী
দূরে চলো, দূরে চলো
তব আঁধারের যাত্রা
আজি বেদনাতে চঞ্চল।
উড়ে চলে যায় জীবনের পাখী যত
মহানভতলে কলহংসের মত
বাঁধা তরী সেও যাত্রার লাগি
তরঙ্গে টলোমলো।
পাশা পাশি বাসা বাঁধে যারা খেলাঘরে
মিলন-তীর্থ গড়ে মরু বালুচরে
নব জীবনের শঙ্খে তাদের
ধ্বনিছে অস্তাচল।

—সৌম্যেন সান্যাল

—ছয়—

হে মাধবী দ্বিধা কেন
আসিবেকি ফিরিবেকি দ্বিধা কেন।
আঙ্গিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকে

বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে যে তোরে গেছে ডেকে
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে যে গেছে লেখি
কখন দখিন হ'তে কে
দিল দুয়ার ঠেলি
চম্‌কি উঠিল জাগি
চামেলী নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া
করবী দিয়েছে সাড়া
শিরীষ শিহরী উঠে
দূর হ'তে কারে দেখি।

—রবীন্দ্রনাথ

—সাত—

আমার জীবন পাত্র উছলিয়া
মাধুরী ক'রেছ দান
তুমি জানো নাই
তার মূল্যের পরিমাণ।
রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে
তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই
মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
বিদায় নেবার সময় এবার হোল
প্রসন্ন মুখ তোল।
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া
সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে
যারে জাগে নাই
তার গোপন ব্যাথার নীরব রাত্রি
হোক আজি অবসান

—রবীন্দ্রনাথ

★ রূপায়ণে ★

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, মলিনা, রেণুকা, প্রভা, রেবা, রাজলক্ষ্মী,
শমিতা, অমিতা, উমাতারা, গীতা, অহীন্দ্র চৌধুরী,
নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখোপাধ্যায়,
সন্তোষ সিংহ, কমল মিত্র, তুলসী লাহিড়ী,
কানু ব্যানার্জী (এ্যাঃ), দীপ্তেন্দু, সুশীল রায়,
তুলসী চক্রবর্ত্তী, উৎপল, আশু,
শিবেন, রাজু, বেচু, পঞ্চানন,
দেবী, হরিপদ, আদিত্য
রাধারমন, কমল,
প্রফুল্ল, বিভূতি,
ধীরেন, বৃন্দাবন,
রমেন
বিমল

●

চিত্র-ভারতীর

পরিবর্তী নিবেদন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

দুই বোন

☆

তারাশংকরের

কবি

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনায় : : প্রতিভা শাসমল

মূল্য ঃ দুই আনা

চিত্র ভারতী পক্ষ হইতে মডার্ন এড্‌ভার্টাইজিং চেম্বার্স দ্বারা দীপ্তেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্তৃক মুদ্রিত